ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-৩২৬২

আগরতলা, ১৬ অক্টোবর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ১০/১০/২০২৫ তারিখ স্যন্দন পত্রিকায় 'দমকলের কোটি টাকার দুর্নীতি ফাঁস' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি অগ্নিনির্বাপক এবং জরুরি পরিষেবা দপ্তরের দৃষ্টি আর্কষণ করেছে। এ বিষয়ে দপ্তর থেকে এক স্পষ্টিকরণে জানানো হয়েছে যে, প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভীত্তিহীন। সংবাদটির উদ্দেশ্য অগ্নি নির্বাপক এবং জরুরী পরিষেবা দপ্তর তথা ত্রিপুরা সরকারের সম্মানহানি ছাড়া কিছুই না। দপ্তর এই সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। প্রকৃত তথ্য নীচে তুলে ধরা হল

১ ২০১৬ থেকে ২০২৪ ইং সাল পর্যন্ত নিয়ম মাফিক AG অডিট এই দপ্তরে সম্পন্ন হয়েছে। AG তার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট দপ্তরে পাঠিয়েছে যার সঠিক উত্তর দপ্তর ইতিমধ্যেই AG তে প্রেরণ করেছে। কোন ধরণের CAG এর রির্পোর্ট দপ্তরের হাতে আসে নি।

২. দপ্তরের গাড়ি, পাম্প, জেম এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। ব্যাটারী, টায়ার, স্পেয়ার স্পার্টস লুব্রিকেন্ট বার্ষিক ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ফোরম্যান রানা দাস যৎ সামান্য ভূমিকা পালন করে থাকে মাত্র।

৩. রানা দাস ২০১৭ সালে ত্রিপুরা লোকসভা আয়োগ এর মাধ্যমে সিলেকশন হয়ে এই দপ্তরে ফোরম্যান পদে নিযুক্ত হন। উনার নামে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বা অন্য কোন কোর্টে কোন ধরনের মামলা নেই। উনি ১৯৯৮ সনে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নরসিংগড় থেকে ডিপ্লোমা ইন ম্যাকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাশ করেছেন। তার আগে উনি শিল্প এবং বানিজ্য দপ্তরে সিনিয়র ইন্সটেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

৪. স্পেসিফিকেশন কমিটি থেকে কোন সিনিয়র ফায়ার অফিসারকে বাদ দেওয়ার ঘটনাই ঘটে নি। স্পেসিফিকেশন কমিটির মিটিং থেকে কাউকে ধমকি বা বের করে দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। স্পেসিফিকেশন কমিটি সর্ব সিদ্ধান্ত ক্রমে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে গুনগত মান বজায় রেখে জিনিসপত্রের স্পেসিফিকেশন তৈরী করে থাকেন।

৫. ইদানিংকালে ফায়ার টেন্ডারের ইন্সপেকশন করার জন্য জয়েন্ট ডাইরেক্টর মিঠুন দাস চৌধুরী এবং ফোরম্যান রানা দাস কটক স্থিত আনন্দ ফেব্রিকেটারের কারখানায় গিয়েছে। প্রথম জন হলেন ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিগ্রী) আর দ্বিতীয় জন হলেন ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা)। তাদের সাথে গিয়েছিলেন DFO (পশ্চিম) ডিভিশন দ্বারা নমিনেটেড ড্রাইভার রমেন্দ্র দেববর্মা এবং তৎকালীন সময়ে ড্রাইভার পদের জন্য আবশ্যক যোগ্যতাবলী ছিলো ৮ম শ্রেণী উত্তীর্ণ। বর্তমানে উনার এই দপ্তরে ফায়ার টেন্ডার চালানো এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতা ১৮ বছর।

*****২য় পাতায়

৬. যুগ্ম অধিকর্তা, অধিকর্তাকে ঠুটু জগন্নাথ হিসাবে রেখেছেন । বাস্তবতা হল সচিব, অধিকর্তা, যুগ্ম অধিকর্তা এবং অন্যান্য অফিসিয়ালদের পোর্টফোলিও এক নয়। অধিকর্তা তার যোগ্যতার আওতাধীন সকল বিষয় অনুমোদন করেন। যোগ্যতার বাইরের বিষয় গুলি তিনি বিভাগীয় সচিব (অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিভাগ) এমনকি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছেও পাঠান। অধিকর্তা বিভাগীয় সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন, সময়মত তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৭. জয়েন্ট ডাইরেক্টর মিঠুন দাস চৌধুরী পরম নিষ্ঠা, সততার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেন। কিছু দিন পূর্বে উনি যে বাড়িঘর করেছেন তার উপযুক্ত সরকারী অনুমোদন এবং আর্থিক হিসাব এখানে সংযোজন করা হল।

******